**বাংলাদেশ নৌবাহিনী জাহাজ আবু বকর ও আলী হায়দার এর কমিশনিং অনুষ্ঠান**

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

শনিবার, ০১ মার্চ ২০১৪, নেভাল বার্থ, চট্টগ্রাম

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সহকর্মীবৃন্দ,

সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনী প্রধানগণ,

সংসদ সদস্যবৃন্দ,

কূটনীতিকবৃন্দ,

সকল আঞ্চলিক কমান্ডারবৃন্দ,

সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাবৃন্দ,

এবং উপস্থিত সুধিমন্ডলী,

            আসসালামু আলাইকুম।

১।         বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে নতুন ফ্রিগেটের কমিশনিং অনুষ্ঠানে আসতে পেরে আমি খুব আনন্দিত। আজ বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ক্রমাগত অগ্রযাত্রার অরেকটি ধাপ উন্মোচনের দিন। মহান আল্লাহ তায়ালার অশেষ রহমতে আজ নৌবাহিনীতে সংযোজিত হলো চীন হতে ক্রয় করা আধুনিক যুদ্ধজাহাজ আবু বকর ও আলী হায়দার। এই দুটি জাহাজ একই নামের দুটি পুরাতন ব্রিটিশ ফ্রিগেটকে প্রতিস্থাপন করেছে। আমাদের নৌবাহিনীকে শক্তিশালী ও যুগোপযোগী করার জন্য আমাদের সরকার যে সব পদক্ষেপ গ্রহণ করে যাচ্ছে, এটা তারই অংশ।

২।         আজ বাংলাদেশ নৌবাহিনীর এ ঐতিহাসিক দিনে আমি গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্থপতি ও মুক্তিযুদ্ধের মহানায়ক জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমানকে, যিনি ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর জাহাজ ঈসাখানকে প্রথম ন্যাশনাল ষ্ট্যান্ডার্ড প্রদানের মাধ্যমে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর অগ্রযাত্রার স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। ৭৫-এ জেলখানায় নিহত জাতীয় চার নেতাসহ একই সাথে স্মরণ করছি শহীদ বীরশ্রেষ্ঠ রুহুল আমিনসহ সকল মুক্তিযোদ্ধাদের যারা মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে শহিদ হয়েছেন। স্মরণ করছি অকুতভয় নৌ কমান্ডোদের যারা দুঃসাহসী আক্রমন চালিয়ে পাকিস্তান বাহিনীর সরবরাহ লাইন এবং মনোবল ভেঙ্গে দিয়ে বিজয় ত্বরান্বিত করেছিলেন।

সুধিবৃন্দ,

৩।         ক্রমাগত সম্পদ আহরণের ফলে স্থলভাগের সম্পদ সীমিত হয়ে পড়ায় এখান সারা বিশ্বের নজর পড়েছে সমুদ্র সম্পদের দিকে। সমুদ্রসীমা নির্ধারণের মাধ্যমে অর্জিত বাংলাদেশের বিশাল সামুদ্রিক এলাকায় সমুদ্রপথে বাণিজ্য পরিচালনা ছাড়াও আছে মৎস্য, খনিজ তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস ও অন্যান্য খনিজ পদার্থসহ মূল্যবান সম্পদ। আমাদের জাতীয় অর্থনৈতিক জীবনে এই সম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম।

সুধিমন্ডলী,

৪।         ভৌগলিক অবস্থান এবং কৌশলগত কারণে বাংলাদেশের এই জলসীমা ও তার সম্পদ রক্ষায় বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ভূমিকা অনস্বীকার্য। এই গুরুত্ব উপলদ্ধি করেই জাতীর জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমান স্বাধীন বাংলাদেশে একটি আধুনিক নৌবাহিনী গড়ার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছিলেন। বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও বঙ্গবন্ধুর আন্তরিক প্রচেষ্টায় ভারত হতে দুটি পেট্রোল ক্রাফট পদ্মা ও পলাশ নিয়ে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর যাত্রা শুরু হয়। ১৯৭৪ সালে বঙ্গবন্ধু নৌবাহিনীর ঘাঁটিসমূহ একযোগে কমিশন করেন। সেদিনের ভাষণে তিনি বলেছিলেন, "For Geo-Political need, a modern Navy will be built"। তাঁর আন্তরিক প্রচেষ্টা, উন্নয়ন ও আধুনিকায়নের উদ্যোগ গ্রহণ এবং তাঁর সুদূরপ্রসারী চিন্তা বাস্তবায়নের ফলে সেদিনের সেই ছোট্ট নৌবাহিনী আজ এই মর্যাদাশীল নৌবাহিনীতে পরিণত হয়েছে এবং জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনসহ আন্তর্জাতিক মহলে বিভিন্ন অবদানের জন্য পরিচিতি লাভ করেছে। আজ আরো নতুন দুটি জাহাজ সংযোজনের মাধ্যমে বাংলাদেশ নৌবাহিনীকে একটি আধুনিক ও শক্তিশালী নৌবাহিনীতে রূপান্তরের কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে। এছাড়াও অতি সম্প্রতি মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আমাদের সরকার এই সেক্টরে দক্ষ জনবল তৈরিতে দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। আমি আশা করি আমাদের মেরিটাইম বিশেষজ্ঞগণ দেশে তাঁদের কার্যকর ভূমিকা রাখার পাশাপাশি বিশ্বে বাংলাদেশের নাম উজ্জ্বল করবেন।

সম্মানিত অতিথিবৃন্দ,

৫।         নৌবাহিনীকে একটি কার্যকর বাহিনী হিসেবে গড়ে তোলার জন্য ইতিমধ্যে স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে, যা ২০৩০ সালের মধ্যে বাস্তবায়িত হবে। বিগত সময়ে আমাদের সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর লেবাননে জাতিসংঘ মিশনে ২০১০ সাল থেকে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর জাহাজ ওসমান ও মধুমতি মোতায়েন করেছে। দক্ষতার সাথে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে দায়িত্বপালন করে তারা দেশের জন্য সুনাম অর্জন করেছে। এছাড়া এ বছরেই মালিতে ১৩৩ জনের একটি নৌ কন্টিনজেন্ট মোতায়েন করা হচ্ছে। বাংলাদেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ সংখ্যক মোট ১২টি জাহাজ আমাদের সরকারের আমলে বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে সংযুক্ত হয়েছে। সংযুক্ত দুটি মেরিটাইম হেলিকপ্টার ও দুটি মেরিটাইম পেট্রোল এয়ারক্রাফট সংযোজনের মাধ্যমে বাংলাদেশ নৌবাহিনী একটি নতুন যুগে পদার্পণ করেছে। বিষেশতঃ বিশাল সমুদ্র এলাকায় টহল এবং পর্যবেক্ষণের সক্ষমতা বহুগুণে বেড়ে গিয়েছে যা আমাদের সমুদ্রসীমা এবং সমুদ্র সম্পদ রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। কমিশন হয়েছে নেভাল এভিয়েশন ও Unconventional Warfare এর জন্য স্পেশাল ফোর্স সোয়াডস্। একটি শক্তিশালী নৌবহর গঠনের উদ্দেশ্যে অত্যাধুনিক দুটি করভেট চীনে নির্মাণাধীন রয়েছে, যা ২০১৫ সালে নৌবহরে সংযোজিত হবে। বর্তমান সরকারের দৃঢ় প্রত্যয় ও প্রতিশ্রুতির ফলস্বরূপ বাংলাদেশ নৌবাহিনীকে ত্রিমাত্রিক নৌবাহিনীতে পরিণত করার জন্য ইতিমধ্যে দুটি সাবমেরিন সংযোজনের প্রক্রিয়া চূড়ান্ত হয়েছে যা ২০১৫ এর শেষ নাগাদ নৌবাহিনীতে সংযোজিত হবে। এছাড়াও পটুয়াখালীর রাবনাবাদ এলাকায় নৌবাহিনীর সর্ববৃহৎ নৌঘাঁটির কার্যপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

সুধিমন্ডলী,

৬।         যুদ্ধবহর বৃদ্ধির পাশাপাশি নৌবাহিনীর নিজস্ব বিমান ঘাঁটিসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো বৃদ্ধির পদক্ষেপ আমাদের সরকারের সময়েই অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে শুরু হয়েছে। নৌবাহিনীতে আগত সাবমেরিনের জন্য সাবমেরিন ঘাঁটি এবং অবকাঠামো গঠনের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। নৌবাহিনী নিজস্ব অর্থায়নে খুলনা শীপইয়ার্ডে দুটি কন্টেইনার শীপ তৈরি করছে যা দেশের অর্থনীতিতে সক্রিয় ভূমিকা রাখবে। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়নে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব সংরক্ষণের পাশাপাশি দেশকে সমৃদ্ধশালী করার জন্য আমাদের নৌবাহিনীকে সার্বিকভাবে অত্যাধুনিক ও শক্তিশালী করেই গড়ে তুলব ইনশাল্লাহ। আমাদের নৌবাহিনী শুধু দেশের নয়, বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলের যেকোন স্থানে ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে এটাই আমাদের সকলের আশা।

সুধিবৃন্দ,

৭।         অতি সম্প্রতি মিয়ানমারের সঙ্গে ৩৮ বছরের সমুদ্র বিরোধের অবসান হয়েছে। জাতিসংঘ সমুদ্র আইন বিষয়ক আন্তর্জাতিক আদালত বাংলাদেশের পক্ষে রায় প্রদান করেছে। আমরা বঙ্গোপসাগরে ২০০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত একান্ত অর্থনৈতিক এলাকার আইনগত অধিকার লাভ করেছি। সমুদ্রজয়ের এই স্মৃতিকে চির স্বরণীয় করে রাখার জন্য যুক্তরাষ্ট্র থেকে সংগৃহীত বাংলাদেশ নৌবাহিনী যুদ্ধ জাহাজের নাম করণ করা হয়েছে সমুদ্র জয়। আমি আশা করি, একই প্রচেষ্টায় এই বছরেই ভারতের সাথে সমুদ্র সীমানা নিয়ে বিরোধের মীমাংসা করে আমরা আমাদের ন্যায্য অধিকার আদায় করব ইনশাল্লাহ।

সম্মানিত সুধিমন্ডলী,

৮।         আমাদের রয়েছে ৭২০ কিলোমিটার উপকূল এলাকা যেখানে প্রায় তিন কোটি মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জীবিকা নির্বাহের জন্য সমুদ্রের উপর নির্ভরশীল। উল্লেখ্য যে, বহিঃর্বিশ্বের সাথে দেশের বাণিজ্যের ৯০ ভাগেরও বেশি সমুদ্রপথেই পরিচালিত হয়ে থাকে। এমতাবস্থায়, আমাদের জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে সমুদ্র এলাকার নিরাপত্তা বিধান অপরিহার্য। বাংলাদেশের অধিকাংশ জনগণ সমুদ্র এবং এর সম্পদের গুরুত্ব সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন নয়। আমাদের নৌবাহিনী এবং কোষ্টগার্ডের সদস্যরা প্রতিনিয়ত লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে অনেক প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা মোকাবেলা করে আমাদের এই সমুদ্র এলাকা নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান করছে। তাই অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও একটি দক্ষ, আধুনিক ও ভারসাম্যপূর্ণ ‘ত্রিমাত্রিক নৌবাহিনী' এর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

সম্মানিত সুধিমন্ডলী,

৯।         বিগত দিনগুলোতে দেশ গঠনমূলক কর্মকান্ডের আওতায় বনায়ন, আশ্রয়ণ, জাটকা নিধন, চোরাচালান রোধসহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও বিভিন্ন জরুরী পরিস্থিতিতে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ও বিশ্বশান্তি রক্ষায় নৌবাহিনীর সক্রিয় ভূমিকার জন্য এর প্রতিটি সদস্যকে আমার আন্তরিক মোবারকবাদ জানাচ্ছি। আমি আশা করি, আপনারা উচ্চতর কর্মদক্ষতা, শৃঙ্খলা ও চেইন অব কমান্ড বজায় রেখে পেশাগত উৎকর্ষতার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে আমাদের নৌবাহিনীর মর্যাদাকে সর্বদা সমুন্নত রাখবেন।

প্রিয় অফিসার ও নাবিকবৃন্দ,

১০।       বিশাল এই সমুদ্র আপনাদের কর্মক্ষেত্র। লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে উত্তাল সমুদ্রে দিবারাত্রি কঠোর পরিশ্রম ও কর্তব্য নিষ্ঠার যে উজ্জল দৃষ্টান্ত আপনারা স্থাপন করেছেন দেশবাসী তা সম্মানের সাথে স্মরণ করে। আপনাদের পেশায় যেমন আছে চ্যালেঞ্জ তেমনি আছে বিশালতার আহ্বান। আমি বিশ্বাস করি, সাগরের মতই বিশাল আপনাদের দেশপ্রেম। আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নে সমুদ্র সম্পদের বিরাট ভূমিকা কাজে লাগানোর গুরুদায়িত্ব আপনাদের উপরে ন্যস্ত। আমি মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে দোয়া করি এই নতুন জাহাজগুলোকে সঠিকভাবে কাজে লাগিয়ে আপনাদের উপর ন্যস্ত এই বিশাল দায়িত্ব আপনারা সফল ও নিরাপদভাবে পালন করতে পারেন।

১১।       পরিশেষে, আমি আজকের এই মহতি অনুষ্ঠানে আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য নৌবাহিনীর সকল সদস্যকে ধন্যবাদ জানাই। সদ্য সংযোজিত দুটি ফ্রিগেট নৌবাহিনীতে সুদীর্ঘকাল বলিষ্ঠভাবে দায়িত্ব পালন করবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। বাংলাদেশ নৌবাহিনীর অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকুক। আপনাদের সবার ব্যক্তিগত, পেশাগত এবং সামগ্রিক জীবন আনন্দময় ও কল্যাণকর হউক। মহান আল্লাহ সকলের সহায় হোন।

সকলকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

আল্লাহ হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবি হউক।